রজনী ফিল্ম করপরেসন-
লিমিটেডের
প্রথম অবদান
চলার পথে
পরিচালনা
বি,কে,দালাল
পরিবেশক
আর্য্যস্থান

—দি রজনী ফিল্ম কর্‌পোরেশন লিমিটেডের নিবেদন—

"চলার পথে"

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

:বি, কে, দালাল

কাহিনীকার	...	সরোজেন্দ্র রায়
গীতিকার	...	সুবোধ রায়
সুরশিল্পী	...	সমরেশ চৌধুরী
আলোকচিত্র	...	রবীন মজুমদার
শব্দযন্ত্রী	...	ঋষ্যশৃঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্থির-চিত্র	...	বিশ্বনাথ ধর
যন্ত্র সঙ্গীত	...	হিন্দুস্থান অর্কেষ্ট্রা পার্টি
শিল্প-নির্দ্দেশক	...	সুধীর খাঁ
রাসায়নিক	...	বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরী
নৃত্য পরিকল্পনা	...	সবিতা ঘোষ
সম্পাদনা	...	ভোলা আঢ্য
বিদ্যুৎ-নিয়ন্ত্রণ	...	প্রভাস ভট্টাচার্য্য
প্রধান ব্যবস্থাপক	...	দেবেন বোস
ব্যবস্থাপনা	...	গোপাল দে, রবীন ব্যানার্জ্জী
রূপসজ্জা	...	কার্ত্তিক, অনিল, দুলাল

—সহকারীগণ—

পরিচালনায় : বিশ্বনাথ চন্দ, সুধাংশু মুখার্জ্জী, সাতকড়ি দত্ত
আলোক-চিত্রে : প্রমথ দাশ, প্রফুল্ল সিংহ
শব্দযন্ত্রে : কৃষ্ণপ্রধান, বিশ্বনাথ তেওয়ারী, ভোলানাথ আম্বলী
সম্পাদনায় : নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য্য
স্থিরচিত্রে : মধু ধর

—সৌজন্যতায়—

খগেন ঘোষের—আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার—মানিকতলা
কমলা ইঞ্জিরীয়ারিং ওয়ার্কস—হাল্‌সীবাগান

ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে—আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

দেশের বুকে দুর্য্যোগের ঘন-ঘটা চলেছে। মন্বন্তরের করাল গ্রাসে কত লোক অকালে জীবন হারালো, তার ইয়ত্তা নেই।

যারা পারলো, তারা গাঁয়ের মায়া ত্যাগ করে চলে এলো সহরে—দুমুঠো অন্নের আশায়।

নীলাম্বরও এলো তাদের সাথে—মাতৃহারা গৌতমকে বুকে নিয়ে।

ভূমিকায়

দেবী মুখার্জ্জী বনানী চৌধুরী, বি, এ, *সমর রায়* ফণী বিদ্যাবিনোদ* অনিল* আদিত্য* নারায়ণ* মাষ্টার টুটুল* নির্ম্মল* সুকুমার চ্যাট্যার্জ্জী (এ) *বিশ্বনাথ *কান্তি দে* ভোলা গুহ* বৈদ্যনাথ গুপ্ত* আশুতোষ* দুর্গাদাস* বৈদ্যনাথ বন্দ্যো* মুরারী* অচিন্ত্য* রাজকুমার* আদিত্য রায়* শ্যামলী* ছায়া* নির্ম্মলা* লিলি* ছবি* প্রতিমা* অলকা* মিতা* রমা* রানী* রুবি* রেখা* মায়া* রমা নেহেরু (নৃত্যশিল্পী)

নির্ম্মম সহর। কেউ কারোর পানে চায় না। খিদের জ্বালায় ছেলে কেঁদে উঠে। নীলাম্বরের বুকের সাগরেও সমস্যা ও দ্বন্দ্বের ঢেউ ওঠে, চোখের কানায় স্নেহের জল হ'য়ে উপছে পড়ে।

এক গভীর রাতে গৌতমকে এক অনাথ আশ্রমের দরজায় ফেলে নীলাম্বর চলে গেল দূরে—বহু দূরে—

বিশ বছর কেটে গেছে!

দেশের কত কি ওলট পালট হয়ে গিয়েছে। এক ধনী তার একমাত্র কন্যা লিলিকে নিয়ে দেশে ফিরে এলো।

ফিরে গৌতমের খোঁজ করলো অনেক, কিন্তু কোনও সন্ধানই পেলেনা তার—আশ্রমও তখন উঠে গেছে—।

মিলার কোম্পানীর মালিক বিরাট ধনী। গৌতম তাঁরই কারখানারই একজন শ্রমিক। শ্রমিকদের জব্দ রাখতে মালিকদের জবরদস্তি আইন কানুনের বিরুদ্ধে সে জানায় প্রতিবাদ ;

কিন্তু তাতে কোনও ফল হয় না তখন সে কারখানার সমস্ত শ্রমিকদের করে সঙ্ঘবদ্ধ, মালিক টাকা পয়সা দিয়ে তাদের কাউকে কাউকে হাত করতে চায়।

সঙ্ঘর্ষ বেধে ওঠে। গৌতমের বিদ্রোহী মন গর্জ্জে ওঠে।

সেদিন মডার্ণ থিয়েটারে নারী প্রগতি সঙ্ঘের সাহায্য রজনী। দেবদাসের অভিনয় সবে মাত্র সুরু হয়েছে। হঠাৎ ষ্টেজে লাগলো আগুন। যে যেদিকে পারলে ছুটে গেলো, লিলি

সন্ন্যাসীর গান

হানো আঘাত আরো আঘাত
আরো ব্যথা অপমান,
শ্মশান হলো যে সোনার ধরণী
কাঁদে ভূখা ভগবান
ধরার ধুলিরে শত অনাচার পাপ
মলিন করেছে পুঞ্জিত অভিশাপ
শঙ্কা নাহিরে কঙ্কাল গাহে
সর্ব্বহারার গান।
অনাথিনী আজ অন্নপূর্ণা
ভিক্ষা মাগিছে হায়।
তিলে তিলে কত প্রাণ বলি দিল
বঞ্চিত অসহায়
ভাষা নেই আছে ক্রন্দন হাহাকার
নাই কোন আশা নাই কোন প্রতিকার
মৃতের পৃথিবী শুধু চেয়ে দেখে
মৃত্যুর অভিযান।

—সুবোধ রায়

পার্ব্বতীর ভূমিকায় নেমেছিলো, সেও ছুটে বেরিয়ে এলো রাস্তায় তার ড্রাইভারের খোঁজে। ভিড়ের মাঝে হঠাৎ একখানি মটর এসে তাকে মারলো ধাক্কা, অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়লো লুটিয়ে। গৌতম তখন সেই পথে বাসায় ফিরছিলো, লীলির এই অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে তার সেবায় এগিয়ে গেল।

সেবার বিনিময়ে নতুন পরিচয় গড়ে উঠলো—লিলি বুঝতে পারলে গৌতম নিশ্চয়ই তার বাবার কারখানার শ্রমিকদের কেউ একজন হবে। তাই সে গোপন করে গেলো নিজের সত্যিকারের পরিচয়। কিন্তু যেদিন গৌতম সতীর্থদের দুঃখে নিশীথ রাত্রে নীলাম্বর চৌধুরীর গৃহে হানা দিল, সেদিন লীলির মিথ্যা পরিচয়—তার কাছে ধরা পড়ে গেলো।

লিলির গান

তোমার গান যে নয়নের কোনে,
আমার প্রণয় মনে
তুমি আমি আছি মন দেওয়া নেওয়া
তাই নয় তাই নয় অকারণে
তোমার গান যে.....
বন মর্ম্মরে জাগেরে মধুর ছন্দ
দখিণা বাতাস আনিল কি যূথী গন্ধ ?
গোপন কথাটী চাঁদ হয়ে জাগে
মোর আঁখি বাতায়নে।
সরমে দ্বিধায় দূরে যেতে চাই
সে টানে সুমুখ পানে
যে প্রেম লুকাতে চাই সযতনে
সে ফোটে লতা বিতানে।
মায়ার কাজল ভীরু আঁখি পাতে লেখা
মন নিকুঞ্জে গাহে নিতি কুহু কেকা
সোনার হরিণী ছোটে কি তাই
ফাঁদ পাতা মায়া কাননে ?

—সুবোধ রায়

নারীর শাশ্বতরূপ ফুটে উঠলো তার মনের দ্বারে অগোচরে—অতি সঙ্গোপনে। তবু মনের ভিতর চলছিলো দ্বন্দ্ব।

তখনও চল্‌ছে কারখানার ধর্ম্মঘট। নীলাম্বর গৌতমকে ডেকে এনে দেখালো অনেক প্রলোভন, অনুরোধও করলো অনেক, কিন্তু গৌতম জানিয়ে দিল কড়া জবাব। ক্রোধে

তিনি গৌতমকে সাজা দেওয়ার হুকুম দিলেন। তাতেও সে টল্‌লো না। চাবুকের ঘায়ে তার দেহ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো—গায়ে যে জামাটা ছিলো তা শতছিন্ন হয়ে গেলো, তারই ফাঁকে নীলাম্বর দেখতে পেলো গৌতমের গলার ছোট্ট পদকটী। আরও এগিয়ে গেলেন। —যা দেখলেন তাতে নীলাম্বরের সামনে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার মনে হলো।

গৌতম ছাড়া পেয়ে চলে গিয়েছে। নীলাম্বর রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে আপন মনে কি লিখে চলেছেন।

লিলির গান

অশ্রু সায়রে নব আশা জাগে
আঁখির অতল তলে
তোমার স্মৃতি যে মনের আকাশে
শুক তারা সম জ্বলে
মোর যত গান আশা নিরাশার
স্মরণ বীণায় তোলে ঝঙ্কার—
সুদূরের চাঁদ ছায়া রচে মোর
মর্ম্মের শত দলে
ক্ষণে ক্ষণে আমি ভুল করে
সিঁথি মূলে
পরশ লভেছি তোমারি পূজার ফুলে
মোর খেলাঘরে ভীরু ছায়া সম
যদি কোনও দিন এস নিরুপম,
জীবনের পথে হবে পরিচয়
হাসি গানে আঁখি জলে।

—সুবোধ রায়